ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৪০৭

আগরতলা,২০ ডিসেম্বর,২০২৫

নতুন জীবনের ছোঁয়া: ছোট্ট দীপিকার হৃদরোগ জয়ের গল্প

ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার দেবীছড়া গ্রামের বাসিন্দা ভাসনকৃষ্ণ পালের ছোট্ট মেয়ে দীপিকা। মাত্র ১৭ মাস বয়সে তার জীবনে নেমে এসেছিল এক কঠিন শারীরিক সমস্যা। কিন্তু সঠিক সময়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের হস্তক্ষেপ এবং রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম (আর.বি.এস.কে.)-এর তৎপরতায় দীপিকা আজ এক নতুন জীবনের দিশা পেয়েছে।

গত ১ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে কমলপুর আর.বি.এস.কে. মোবাইল হেলথ টিম নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় দীপিকার শারীরিক অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেন। এর পরেই শুরু হয় তার চিকিৎসার দ্রুত প্রক্রিয়া। ৭ এপ্রিল, ২০২৫ আগরতলার আই.জি.এম. হাসপাতালে প্রথম ইকো পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা পড়ে যে দীপিকা টি.ও.এফ. (টেট্রালোজি অব ফ্যালো) নামক একটি জন্মগত জটিল হৃদরোগে আক্রান্ত। ২৩ এপ্রিল, ২০২৫ উন্নত পর্যবেক্ষণের জন্য আগরতলার আই.এল.এল. হাসপাতালে দ্বিতীয়বার ফলো-আপ ইকো করা হয়। ১১ জুন, ২০২৫: কুলাই ডি.ই.আই.সি.-তে আয়োজিত সি.এইচ.ডি. ক্যাম্পে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা তৃতীয়বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ধলাই জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনের প্রচেষ্টায় দীপিকাকে চেন্নাইয়ের বিখ্যাত অ্যাপোলো চিলড্রেন'স হাসপাতালে রেফার করা হয়। সরকারি সহায়তায় গত ২৫ অক্টোবর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং ২৮ অক্টোবর তার হৃদযন্ত্রে সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়।

আজ দীপিকা সুস্থ এবং তার হাসিমুখ বাবা-মায়ের চোখেমুখে স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে। ভাসনকৃষ্ণ পাল এবং তার পরিবার কমলপুর আর.বি.এস.কে. টিম এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ধলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

*****